HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বিধেয়ক

টপিক – ০১ বিধেয়কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বিধেয়কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
টপিক ০২: বিধেয় ও বিধেয়ক
টপিক ০৩: প্রকারভেদ
টপিক ০৪: পরিফিরির ছক
টপিক ০৫: এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বিশ্লেষণ
টপিক ০৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৭: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বিধেয়কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিধেয়কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক বহন করে তাকেই বলা হয় বিধেয়ক। প্রত্যেকটি যুক্তিবাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে। একটি সংযোজকের মাধ্যমে এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়। যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পদ যার সম্মন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। আর বিধেয় হচ্ছে সেই পদ যার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। যে সব যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য সম্মন্ধে কোন কিছু স্বীকার করা হয় সে সব যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয় বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক সূচনা করতে পারে। উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের এই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে। যেমন-মানুষ হয় মরণশীল। এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং 'মরণশীল' পদটি হচ্ছে বিধেয়। আর যুক্তিবাক্যটিতে মানুষ পদের সাথে মরণশীল পদের যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান তার নাম বিধেয়ক।

বিধেয়কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নঞর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়। তাই এরূপ যুক্তিবাক্যে বিধেয়কের প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, কোন কোন যুক্তিবাক্যে বিধেয় থাকে একটি বিশিষ্ট পদ। একটি বিশিষ্ট পদ অসংখ্য গুণ নির্দেশ করতে পারে। তাতে কোন স্থায়ী বা নির্দিষ্ট গুণ থাকে না। তাই এরূপ পদ সম্মলিত কোন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের কোন সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। ফলে বিধেয়ক থাকাও সম্ভব নয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে যুক্তিবিদ লাট্টা ও ম্যাকবেথ বিধেয়কের একটি যথার্থ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মতে, "বিধেয়ককে সংজ্ঞায়িত করা যায় একটি সদর্থক যুক্তিবাক্যের সম্ভবপর বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত সাধারণ পদসমূহের শ্রেণীবিভাগ হিসেবে, যে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হচ্ছে উদ্দেশ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক।"

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বিধেয়ক

টপিক – ০২ বিধেয় ও বিধেয়ক

টপিক ০২: বিধেয় ও বিধেয়ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিধেয় ও বিধেয়ক

যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বলে বিধেয়। আর উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের যে সম্পর্ক তাকেই বলে বিধেয়ক। সুতরাং বিধেয় ও বিধেয়ক এক জিনিস নয়। তবে বিধেয় পদটিকে বিধেয়ক হিসেবে গণ্য করা হয় তখনই যখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে পদটিকে বিচার করা হয়। এখন একটি যুক্তিবাক্যের সাহায্যে এ পার্থক্যকে বিচার করা যাক। যেমন-মানুষ হয় দ্বিপদ। এ যুক্তিবাক্যে 'দ্বিপদ' কথাটি 'মানুষ' পদ সম্মন্ধে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই 'দ্বিপদ' পদটি বিধেয়। কিন্তু এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' ও 'দ্বিপদ' পদের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান তাকেই বলা হয় বিধেয়ক। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পর্কের বিচারে 'দ্বিপদ' পদটি 'মানুষ' পদের একটি অবান্তর লক্ষণ নামক বিধেয়ক।

বিধেয় ও বিধেয়ক

বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

(১) বিধেয় একটি পদ। কিন্তু বিধেয়ক কোন পদ নয়। বিধেয়ক একটি সম্পর্কের নাম। বিধেয় হচ্ছে যুক্তিবাক্যের একটি অংশ যা কোন সময় একটি শব্দ দ্বারা, আবার কোন সময় একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। বিধেয়ক কোন পদ নয় বলে তা কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা গঠিত নয়।

(২) সদর্থক ও নঞর্থক যে কোন যুক্তিবাক্যেই বিধেয় থাকে। কিন্তু বিধেয়কের অস্তিত্ব কেবলমাত্র সদর্থক যুক্তিবাক্যেই সম্ভব। একটি নঞর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়। তাই এরূপ যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

(৩) বিধেয় একটি বিশিষ্ট পদও হতে পারে। কিন্তু যেসব যুক্তিবাক্যের বিধেয় বিশিষ্ট পদ, সেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয়কের প্রশ্ন উঠে না। কেননা, একটি বিশিষ্ট পদ অসংখ্য গুণ নির্দেশ করতে পারে। এরূপ পদ সম্মলিত কোন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের কোন সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বিধেয়ক

টপিক – ০৩ প্রকারভেদ

টপিক ০৩: প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রকারভেদ

বিধেয়কের প্রকারভেদ

যুক্তিবিদেরা উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের সম্পর্ককে শ্রেণীবদ্ধভাবে ভাগ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। যুক্তিবিদ্যার জনক অ্যারিষ্টটল সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে বিধেয়ক নামে প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বিধেয়ক চার প্রকার যথা-সংজ্ঞা, জাতি, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ। তিনি সংজ্ঞাকে বিধেয়কের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি মনে করতেন যে কোন কোন যুক্তিবাক্যে বিধেয় অংশ উদ্দেশ্য পদের সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন-মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। এ যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সংজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ্যারিস্টটলের প্রায় ছয়শত বছর পর নব্য-প্লাটোনিক দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত যুক্তিবিদ পরফিরি বিধেয়কের তালিকা সংশোধন করেন। তিনি সংজ্ঞাকে তালিকা থেকে বাদ দেন এবং উপজাতি ও লক্ষণকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। সুতরাং তাঁর মতে বিধেয়ক পাঁচ প্রকার যথা-জাতি, উপজাতি, লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ।

প্রকারভেদ

বিধেয়কের প্রকারভেদ

যুক্তিবিদ পরফিরি প্রদত্ত বিধেয়কের তালিকাটি আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে বিধায় আমরা তাঁর মতানুসারে বলতে পারি যে উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয় মোটামুটি পাঁচ প্রকারের সম্পর্ক সূচনা করতে পারে। সুতরাং বিধেয়কও পাঁচ প্রকারের; যথা-(১) জাতি, (২) উপজাতি, (৩) লক্ষণ, (৪) উপলক্ষণ এবং (৫) অবান্তর লক্ষণ। অর্থাৎ একটি যুক্তিবাক্যের বিধেয় সম্পর্কের দিক থেকে উদ্দেশ্য পদের হয় জাতি, না হয় উপজাতি, না হয় লক্ষণ, না হয় উপলক্ষণ, না হয় অবান্তর লক্ষণ বলে বিবেচিত। যেমন-

১। সকল মানুষ হয় জীব।

এ যুক্তিবাক্যের বিধেয় 'জীব' পদটি উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের একটি জাতি।

২। কিছু জীব হয় মানুষ।

এ যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'মানুষ' পদটি উদ্দেশ্য 'জীব' পদের একটি উপজাতি।

৩। সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন।

এ যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটি উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের একটি লক্ষণ।

প্রকারভেদ

বিধেয়কের প্রকারভেদ

৪। সকল মানুষ হয় মরণশীল।

এ যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'মরণশীল' পদটি উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের একটি উপলক্ষণ।-

৫। সকল মানুষ হয় দ্বিপদ।

এই যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'দ্বিপদ' পদটি উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের একটি অবান্তর লক্ষণ।

জাতির সংজ্ঞা ও উদাহরণ

দু'টি শ্রেণিবাচক পদ যদি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় কোন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত রিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ অপেক্ষা ব্যাপকতর হয় এবং ব্যাপকতর পদটি অপর পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে ব্যাপকতর পদটিকে অপর পদের জাতি বলে। যুক্তিবিদ শাস্ত্রী বলেন, "জাতি হচ্ছে একটি বৃহত্তর শ্রেণি যা তার অধীনস্থ কয়েকটি ক্ষুদ্রতর শ্রেণির সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে বিবেচিত হয়; অন্য কথায়, জাতি হচ্ছে সংকীর্ণতর শ্রেণিসমূহের দ্বারা গঠিত একটি ব্যাপকতর শ্রেণি। *

জাতি একটি শ্রেণিবাচক পদ। দু'টি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা বেশি ব্যাপক হলে এবং বেশি ব্যাপক পদটি কম ব্যাপক পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করলে বেশি ব্যাপক পদটিকে অপর পদের জাতি বলা হয়। যেমন-জীব ও মানুষ। এ দু'টি শ্রেণীবাচক পদের মধ্যে জীবের সংখ্যা বেশি এবং মানুষের সংখ্যা কম। অর্থাৎ ব্যাপকতার দিক দিয়ে জীব পদটি বড় এবং মানুষ পদটি ছোট। আর জীব পদটি মানুষ পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই পরস্পর সম্পর্কের দিক থেকে 'জীব' পদটি হচ্ছে মানুষ পদের জাতি।

উপজাতির সংজ্ঞা ও উদাহরণ

দু'টি শ্রেণিবাচক পদ যদি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় তাদের একটি অপরটি অপেক্ষা সংকীর্ণতর হয় এবং সংকীর্ণতর পদটি অপর পদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে সংকীর্ণতর পদটিকে অপর পদের উপজাতি বলে। যুক্তিবিদ শাস্ত্রী বলেন, "উপজাতি হচ্ছে একটি ক্ষুদ্রতর শ্রেণি যা অন্তর্ভুক্ত হয় এমন কোন বৃহত্তর শ্রেণির সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে বিবেচিত হয়; অন্য কথায়, উপজাতি হচ্ছে জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি সংকীর্ণতর শ্রেণি।" উপজাতি একটি শ্রেণিবাচক পদ। দু'টি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা কম ব্যাপক হলে এবং কম ব্যাপক পদটি বেশি ব্যাপক পদের অন্তর্ভুক্ত হলে কম ব্যাপক পদটিকে অপর পদের উপজাতি বলা হয়। যেমন-মানুষ ও ছাত্র। এ দু'টি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা কম এবং মানুষের সংখ্যা বেশি। অর্থাৎ ব্যাপকতার দিক দিয়ে ছাত্র পদটি ছোট এবং মানুষ পদটি বড়। আর ছাত্র পদটি মানুষ পদেরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই পরস্পর সম্পর্কের দিক থেকে 'ছাত্র' পদটি মানুষ পদের উপজাতি।

প্রকারভেদ

জাতি ও উপজাতির মধ্যে পার্থক্য

জাতি ও উপজাতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনার সময় দেখা যায় যে, কোন শ্রেণিকে জাতি বলার অর্থ হলো তা অন্য কোন উপজাতির তুলনায় জাতি। আর কোন শ্রেণিকে উপজাতি বলার অর্থ হলো তা অন্য কোন জাতির তুলনায় উপজাতি। অর্থাৎ জাতি ও উপজাতি হলো সাপেক্ষ পদ। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোনই অর্থ হয় না। উপজাতি ছাড়া কোন পদই জাতিরূপে এবং জাতি ছাড়া কোন পদই উপজাতিরূপে পরিচিত নয়। তাছাড়া কোন শ্রেণিকে জাতি বলার অর্থ এই নয় যে, তা সব ক্ষেত্রেই জাতি বলে বিবেচিত হবে। আবার কোন শ্রেণিকে উপজাতি বলার অর্থও এই নয় যে, তা সব ক্ষেত্রে উপজাতি বলে বিবেচিত হবে। কাজেই একই শ্রেণিবাচক পদ এক সময় জাতি এবং অপর সময় উপজাতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 'মানুষ' পদটি স্বতন্ত্রভাবে জাতিও নয়, উপজাতিও নয়। কিন্তু 'মানুষ' পদটিকে যখন এর থেকে কম ব্যাপক 'ছাত্র' পদটির সাথে তুলনা করা হয় তখন এটি একটি জাতি। আবার 'মানুষ' পদটিকে যখন এর থেকে বেশি ব্যাপক 'জীব' পদটির সাথে তুলনা করা হয় তখন এটি একটি উপজাতি। সংক্ষেপে, ছাত্র পদের তুলনায় মানুষ পদটি একটি জাতি এবং জীব পদের তুলনায় মানুষ পদটি একটি উপজাতি।

প্রকারভেদ

জাতি ও উপজাতির মধ্যে পার্থক্য

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যক্ত্যর্থের দিক দিয়ে জাতি উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু জাত্যর্থের দিক দিয়ে উপজাতি জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। জীব ও মানুষ পদ দু'টির মধ্যে জীব পদটি জাতি এবং মানুষ পদটি উপজাতি। এদের মধ্যে ব্যক্ত্যর্থের বিচারে জীব পদটি বেশি ব্যাপক এবং মানুষ পদটি কম ব্যাপক। তাই জীব পদটি 'মানুষ' পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু জাত্যর্থের দিক দিয়ে জীব পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি এবং মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এদিক থেকে মানুষ পদটি জীব পদকে অন্তর্ভুক্ত করে।

জাতি ও উপজাতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা দরকার।

প্রকারভেদ

(ক) বৃহত্তম বা পরতম জাতি (Summum Genus):

একই জাতীয় কয়েকটি জাতি বা উপজাতিকে ব্যাপকতার দিক দিয়ে ছোট থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট করে সাজানোর পর যদি দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একটি জাতি এত বড় যে তার থেকে বড় আর কোন শ্রেণী হয় না এবং তাকে অন্য কোন ব্যাপকতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাহলে তাকে বৃহত্তম বা পরতম জাতি বলে। যেমন-দ্রব্য-জড়বস্তু-সপ্রাণবস্তু-জীব-মানুষ। এ পদগুলোর মধ্যে 'দ্রব্য' পদটি ব্যাপকতার দিক দিয়ে সবার উপরে। এর থেকে বড় আর কোন জাতি হয় না। একে অন্য কোন বড় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সুতরাং 'দ্রব্য' পদটি একটি বৃহত্তম বা পরতম জাতি। উল্লেখ্য যে, বৃহত্তম জাতি কখনই উপজাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

প্রকারভেদ

(খ) ক্ষুদ্রতম বা অপরতম উপজাতি (Infima Species):

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি জাতি বা উপজাতিবাচক পদকে ব্যাপকতার মাপকাঠিতে ক্রমানুসারে সাজানোর পর যদি দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একটি উপজাতি এত ছোট যে তার থেকে ছোট আর কোন উপজাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না অথবা তাকে অধিকতর ক্ষুদ্র কোন উপজাতিতে বিভক্ত করা যায় না; তাহলে তাকে ক্ষুদ্রতম বা অপরতম উপজাতি বলে। যেমন-দ্রব্য-জড়বস্তু-সপ্রাণবস্তু-জীব-মানুষ। এ ক্রমিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে যুক্তিবিদ পরফিরির মতে মানুষ উপজাতিটি সবচেয়ে ছোট। একে আর কোন ছোট উপজাতিতে বিভক্ত করা যায় না। একে ভাগ করতে গেলে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষে উপনীত হই। সুতরাং তাঁর মতে 'মানুষ' পদটি একটি ক্ষুদ্রতম বা অপরতম উপজাতি। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রতম উপজাতি কখনই জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

প্রকারভেদ

(গ) অবর বা মধ্যবর্তী জাতিসমূহ (Subaltern Genera) :

বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহকে যখন উপজাতির দিক থেকে বিবেচনা করা হয়, তখন এসব শ্রেণীকে অবর বা মধ্যবর্তী জাতি বলে। যেমন-'মানুষ' উপজাতির উপরে এবং 'দ্রব্য' জাতির নিচে অবস্থিত মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহ যথা জড়বস্তু, সপ্রাণবস্তু, জীব ইত্যাদি মধ্যবর্তী জাতি।

(ঘ) অবর বা মধ্যবর্তী উপজাতিসমূহ (Subaltern Species):

বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহকে যখন জাতির দিক থেকে বিবেচনা করা হয়, তখন এসব শ্রেণীকে অবর বা মধ্যবর্তী উপজাতি বলে। যেমন- 'দ্রব্য'-এর নিচে এবং 'মানুষ'-এর উপরে অবস্থিত মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহ যথা-জীব, সপ্রাণবস্তু, জড়বস্তু ইত্যাদি মধ্যবর্তী উপজাতি।

প্রকারভেদ

(ঙ) সহযোগী উপজাতি (Cognate Species):

একটি জাতিকে যখন একাধিক উপজাতিতে বিভক্ত করা হয় তখন উপজাতিগুলোকে পরস্পর সম্মন্ধের দিক দিয়ে সহযোগী উপজাতি বলে। সহযোগী উপজাতিগুলো একসাথে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা একটি বৃহত্তর জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। যেমন- মানুষ, গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি উপজাতিগুলো সবাই জীব জাতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পরস্পর সম্মন্ধের দিক দিয়ে এরা সবাই সহযোগী উপজাতি।

(চ) আসন্নতম জাতি (Proximate Genus):

কোন উপজাতির সবচেয়ে নিকটের জাতিকে আসন্নতম জাতি বলে। একটি উপজাতির একাধিক জাতি থাকতে পারে। ব্যাপকতার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনটি উপজাতিটির নিকটস্থ, আবার কোনটি দূরবর্তী। তবে তাদের মধ্যে যেটি সব থেকে নিকটবর্তী সেটিকেই উপজাতিটির আসন্নতম জাতি বলে। যেমন- মানুষ, জীব, সপ্রাণবস্তু। এখানে জীব ও সপ্রাণ বস্তু উভয়েই মানুষ উপজাতির জাতি। তবে ওদের মধ্যে জীব জাতিটিই মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী। সুতরাং 'জীব' জাতিটি 'মানুষ' উপজাতির আসন্নতম জাতি।

প্রকারভেদ

(ছ) আসন্নতম উপজাতি (Proximate Species) :

কোন জাতির সবচেয়ে নিকটের উপজাতিকে আসন্নতম উপজাতি বলে। একটি জাতি একাধিক উপজাতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। তবে তাদের মধ্যে কোনটি জাতির নিকটস্থ, আবার কোনটি দূরবর্তী। উপজাতিগুলোর মধ্যে যেটি জাতির সব থেকে নিকটবর্তী তাকে জাতির আসন্নতম উপজাতি বলে। একটি জাতিকে বিভক্ত করলে সরাসরি যে উপজাতিগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোই জাতির আসন্নতম উপজাতি; যেমন-সপ্রাণবস্তু-জীব-মানুষ। এ শ্রেণীগুলোর মধ্যে 'সপ্রাণবস্তু' জাতির সবচেয়ে নিকটের উপজাতি হচ্ছে 'জীব'। সুতরাং জীব উপজাতিটি 'সপ্রাণবস্তু' জাতির আসন্নতম উপজাতি।

প্রকারভেদ

জাতি ও উপজাতি বিষয়ক ছক

জাতি ও উপজাতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো যায় ঃ

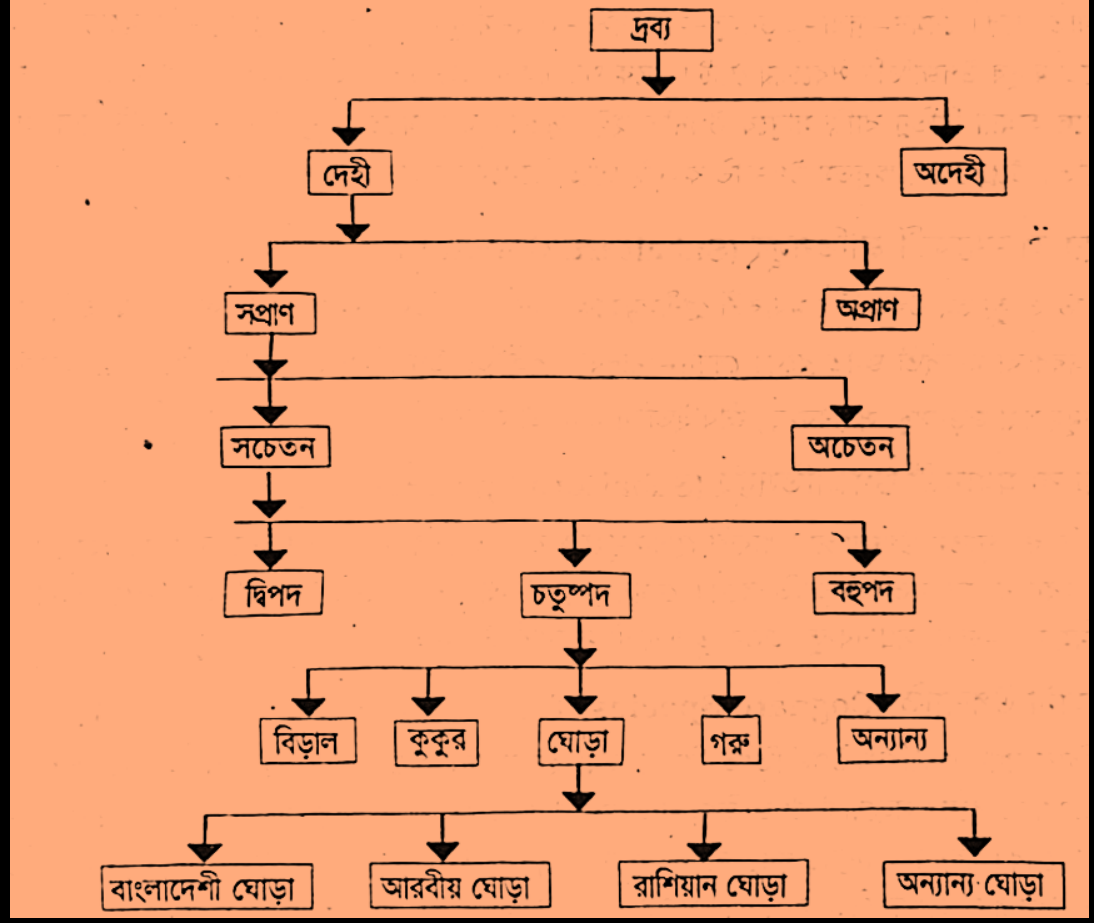

প্রকারভেদ

এ ছক অনুসারে 'দ্রব্য' হচ্ছে বৃহত্তম বা পরতম জাতি। 'বাংলাদেশী ঘোড়া' হচ্ছে ক্ষুদ্রতম উপজাতি। 'বাংলাদেশী ঘোড়া' এর আসন্নতম জাতি হচ্ছে 'ঘোড়া'। আর 'ঘোড়া' এর আসন্নতম জাতি হচ্ছে-'চতুষ্পদ জন্তু'। আবার 'চতুষ্পদ জন্তু' এর আসন্নতম উপজাতি হচ্ছে 'ঘোড়া' এবং 'ঘোড়া' এর আসন্নতম উপজাতি হচ্ছে 'বাংলাদেশী ঘোড়া'। তাছাড়া, বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি উপজাতি একই চতুষ্পদ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে এরা হচ্ছে একে অপরের সহযোগী উপজাতি। আর 'দ্রব্য' ও 'বাংলাদেশী ঘোড়া' এর মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহকে উপজাতির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলা হয় মধ্যবর্তী বা অবর জাতিসমূহ এবং তাদেরকে জাতির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলা হয় মধ্যবর্তী বা অবর উপজাতিসমূহ। কাজেই 'সপ্রাণ', 'অচেতন', 'দ্বিপদ' ইত্যাদি শ্রেণীগুলো কখনও জাতিরূপে, আবার কখনও উপজাতিরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রকারভেদ

বিভেদক লক্ষণ

যে গুণ বা গুণাবলী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে অপরাপর উপজাতি থেকে পৃথক করে সে গুণ বা গুণাবলীকে উপজাতিটির লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ বলা হয়। যুক্তিবিদ মেলোন বলেন, "একটি লক্ষণ হচ্ছে সেই গুণ বা গুণ সমষ্টি যার দ্বারা একই জাতির অন্তর্গত একটি উপজাতিকে অপরাপর উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়।"*১ যেমন- 'মানুষ' উপজাতিটি গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি অপরাপর উপজাতিসহ একই 'জীব' জাতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ প্রথমত এক প্রকার জীব। অপরাপর জীবের মত তার মধ্যে রয়েছে জীববৃত্তি গুণটি। এদিক থেকে মানুষের সাথে অপরাপর জীবের একটা মিল রয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটি গুণ আছে যা অন্যান্য জীবের মধ্যে নেই। সেটির নাম হলো 'বুদ্ধিবৃত্তি'। এ গুণটি মানুষ উপজাতিকে জীব জাতির অন্তর্ভুক্ত অপরাপর উপজাতি থেকে পৃথক করে রেখেছে। সুতরাং 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটি মানুষ উপজাতির লক্ষণ।

লক্ষণ সব সময়েই কোন পদের জাত্যর্থ বা তার অংশবিশেষ। আর নিকটতম জাতি থেকে উপজাতির জাত্যর্থে যে অতিরিক্ত গুণটি থাকে সেটিই হলো উপজাতিটির লক্ষণ। যেমন- মানুষ পদের নিকটতম জাতি জীব পদের জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি' এবং মানুষ পদের জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি'। সুতরাং মানুষ পদের লক্ষণ হলো 'বুদ্ধিবৃত্তি' কেননা এ গুণটি জীবের জাত্যর্থ থেকে অতিরিক্ত।

প্রকারভেদ

উপলক্ষণ

যে গুণ কোন পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, অথচ পদটির জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে উক্ত পদের উপলক্ষণ বলে। যুক্তিবিদ ল্যাটা ও ম্যাকবেথ বলেন, "একটি উপলক্ষণ হচ্ছে সেই গুণ যা কোন পদের জাত্যর্থের অংশবিশেষ রূপে গঠিত নয়, কিন্তু যা হয় কারণ থেকে কার্যরূপে অথবা আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তরূপে জাত্যর্থ হতে নিঃসৃত হয়।"*২ যেমন- 'বিচারশক্তি' গুণটি মানুষ পদের উপলক্ষণ। এ গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, কিন্তু মানুষের জাত্যর্থ বুদ্ধিবৃত্তি থেকেই গুণটি উদ্ভূত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির ফলশ্রুতিতেই
'বিচারশক্তি' গুণটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। বুদ্ধিবৃত্তি না থাকলে মানুষের মধ্যে কখনই বিচারশক্তি গুণটি দেখা যেত না। বিচারশক্তি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি গুণের অনুগ বা অনুসারী। সুতরাং দেখা যায় যে, যেভাবে একটি কারণ থেকে তার কার্য অনুসৃত হয় এবং একটি আশ্রয়বাক্য থেকে তার সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয়, ঠিক সেভাবেই একটি পদের জাত্যর্থ থেকে তার উপলক্ষণ অনুসৃত হয়। উপলক্ষণ দু'প্রকারের হতে পারে। যথা-জাতিগত উপলক্ষণ ও উপজাতিগত উপলক্ষণ।

প্রকারভেদ

উপলক্ষণ

(ক) জাতিগত উপলক্ষণ (Generic Property):

যখন কোন পদের উপলক্ষণ তার জাতির জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তখন তাকে জাতিগত উপলক্ষণ বলে। যেমন-মানুষের 'মরণশীলতা' গুণ। এ গুণটি মানুষের জাতি জীব-এর জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' থেকে নিঃসৃত। কারণ যেখানেই জীবন আছে, সেখানেই মৃত্যু আছে। সুতরাং 'মরণশীলতা' মানুষের একটি জাতিগত উপলক্ষণ।

(খ) উপজাতিগত উপলক্ষণ (Specific Property) :

যখন কোন পদের উপলক্ষণ উপজাতির নিজস্ব জাত্যর্থ বা লক্ষণ থেকে নিঃসৃত হয় তখন তাকে উপজাতিগত উপলক্ষণ বলে। যেমন- মানুষের 'বিচারশক্তি' গুণ। এ গুণটি মানুষের লক্ষণ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে নিঃসৃত। কেননা বুদ্ধিবৃত্তি আছে বলেই মানুষের মধ্যে বিচারশক্তি গুণের আবির্ভাব ঘটেছে। সুতরাং বিচারশক্তি একটি উপজাতিগত উপলক্ষণ।

প্রকারভেদ

অবান্তর লক্ষণ

যে গুণ বা গুণাবলী কোন পদের জাত্যর্থের অংশ নয় অথবা জাত্যর্থ থেকে অনুসৃতও নয় অথচ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। যুক্তিবিদ ল্যাটা ও ম্যাকবেথ বলেন, "একটি অবান্তর লক্ষণ হচ্ছে সেই গুণ যা কোন পদের জাত্যর্থের অংশও নয়, অথবা তার জাত্যর্থের সাথে অনিবার্যরূপে সম্পর্কযুক্ত নয়।" যেমন-'হাস্যপ্রিয়' গুণটি মানুষ পদের একটি অবান্তর লক্ষণ। এ গুণটি মানুষের জাত্যর্থও নয় আবার জাত্যর্থ থেকে উদ্ভূত নয়। মানুষের জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে এর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে 'গৃহপালিত' গুণটি কুকুর পদের একটি অরান্তর লক্ষণ।

অবান্তর লক্ষণ বিভেদক লক্ষণ থেকে পৃথক। কেননা, বিভেদক লক্ষণের মত অবান্তর লক্ষণ কোন পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ বিশেষ নয়। আবার অবান্তর লক্ষণ উপলক্ষণ থেকেও পৃথক। কেননা, উপলক্ষণের মত অবান্তর লক্ষণ কোন পদের জাত্যর্থ থেকে অনুসৃত নয়। অবান্তর লক্ষণ কোন পদের আবশ্যকীয় গুণ নয়। পদের পক্ষে তার নিজস্ব নামে পরিচিত হবার জন্য এ গুণ অপরিহার্য নয়। কোন অনিবার্য সম্পর্ক ছাড়াই এ গুণ কোন পদের সাথে যুক্ত হয়।

প্রকারভেদ

অবান্তর লক্ষণ

অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশেষের গুণ বা কোন জাতি বিশেষের গুণ হতে পারে। আবার উভয় ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ্য বা অবিচ্ছেদ্য হতে পারে। কাজেই অবান্তর লক্ষণ মোটামুটি চার প্রকারের। যথা-

(১) ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ,
(২) ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ,
(৩) জাতিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ,
(৪) জাতিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ,

প্রকারভেদ

অবান্তর লক্ষণ

১। ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ : যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশেষের বেলায় সর্বদাই বর্তমান এবং যাকে কোনক্রমেই পরিবর্তন করা যায় না তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- কোন ব্যক্তির জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ। ব্যক্তির এ গুণ তার স্বায়ী গুণ। এ ধরনের গুণ তার সারা জীবনে অপরিবর্তিত থাকে। কোন ব্যক্তির জন্মস্থান কখনও পরিবর্তিত হয় না। একজন ব্যক্তি কেবল একটি স্থানেই জন্মগ্রহণ করতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন স্বানে পারে না।

২। ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ: যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশেষের বেলায় সর্বদাই বর্তমান থাকে না এবং যা মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হতে পারে তাকে ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- কোন ব্যক্তির পোশাক, আচার-ব্যবহার, জীবিকা ইত্যাদি। এ গুণগুলো কোন ব্যক্তির বেলায় সব সময় একই রূপ থাকে না। এদেরকে মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। কোন ব্যক্তি সব সময় একই ধরনের পোশাক পরিধান করে না। তার আচার-ব্যবহারও সব সময় একইরূপ থাকে না।

প্রকারভেদ

অবান্তর লক্ষণ

৩। জাতিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ ঃ যে অবান্তর লক্ষণ কোন জাতির অন্তর্গত সকলের ক্ষেত্রেই বর্তমান তাকে জাতিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন-কুকুর শ্রেণীর বেলায় 'চতুষ্পদ' গুণ এবং মানুষ জাতির বেলায় 'দ্বিপদ' গুণ। এ ধরনের গুণ কোন জাতির স্বায়ী গুণ। জাতির ক্ষেত্রে এরূপ গুণের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কুকুর জাতির বেলায় 'চতুষ্পদ' গুণটি সব সময়ই অপরিবর্তিত ভাবে উপস্থিত থাকে। চতুষ্পদ নয় এমন কোন কুকুর কখনই দেখা যায় না।

৪। জাতিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ : যে অবান্তর লক্ষণ কোন জাতির অন্তর্গত
সকলের ক্ষেত্রে বর্তমান নয় তাকে জাতিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন-কুকুর শ্রেণীর বেলায় 'সাদা রঙ' এবং ফুলের বেলায় 'লাল রঙ'। এ ধরনের গুণ থেকে জাতির ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে উপস্থিত থাকে না। জাতির অধীনস্থ অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ফুল শ্রেণীর ক্ষেত্রে 'লাল রঙ' একটি পরিবর্তনীয় গুণ। কেননা, সব ফুলই লাল নয়। ফুল ভিন্ন ভিন্ন রঙের হতে পারে। ফুলের একটি অংশ বিশেষের মধ্যে 'লাল রঙ' উপস্থিত থাকে।

অবান্তর লক্ষণ

অবিচ্ছেদ্য ও বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণঃ

যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশেষের বেলায় সর্বদাই বর্তমান অথবা কোন জাতি বিশেষের সকলের ক্ষেত্রেই বর্তমান তাকে অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন-কোন ব্যক্তির জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ। এরূপ গুণ কোন ব্যক্তির স্থায়ী গুণ। এদের কোন পরিবর্তন বা নড়চড় নেই। সুতরাং এগুলো অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। আবার, মানুষ জাতির 'দ্বিপদ' গুণ এবং গরু জাতির 'চতুষ্পদ' গুণ। এগুলো জাতি বিশেষের স্বায়ী গুণ। এদের কোন পরিবর্তন নেই। সুতরাং এগুলোও অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। অপরপক্ষে, যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশেষের বেলায় সর্বদা বর্তমান নয় এবং কোন জাতি বিশেষের বেলায় সকলের ক্ষেত্রে বর্তমান নয় তাকে বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন-কোন ব্যক্তির পেশা, পোশাক ইত্যাদি। এগুলো ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তনশীল গুণ। এগুলো কোন ব্যক্তির বেলায় চিরদিন একরূপ থাকে না। আবার, ঘোড়ার 'লাল রঙ' এবং ফুলের 'সাদা রঙ'। এগুলো শ্রেণীর পরিবর্তনশীল গুণ, কেননা এগুলোকে শ্রেণীর সকল সদস্যের মধ্যে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না। সুতরাং এসব গুণ বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বিধেয়ক

টপিক – ০৪ পরিফিরির ছক

টপিক ০৪: পরিফিরির ছক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পরিফিরির ছক

যুক্তিবিদ পরফিরি একটি ছকের মাধ্যমে কয়েকটি জাতিবাচক ও উপজাতিবাচক পদকে শ্রেণীবদ্ধভাবে ভাগ করে দেখিয়েছেন। কাজেই তাঁর নামানুসারেই ছকটির নাম হয়েছে পরফিরির ছক।

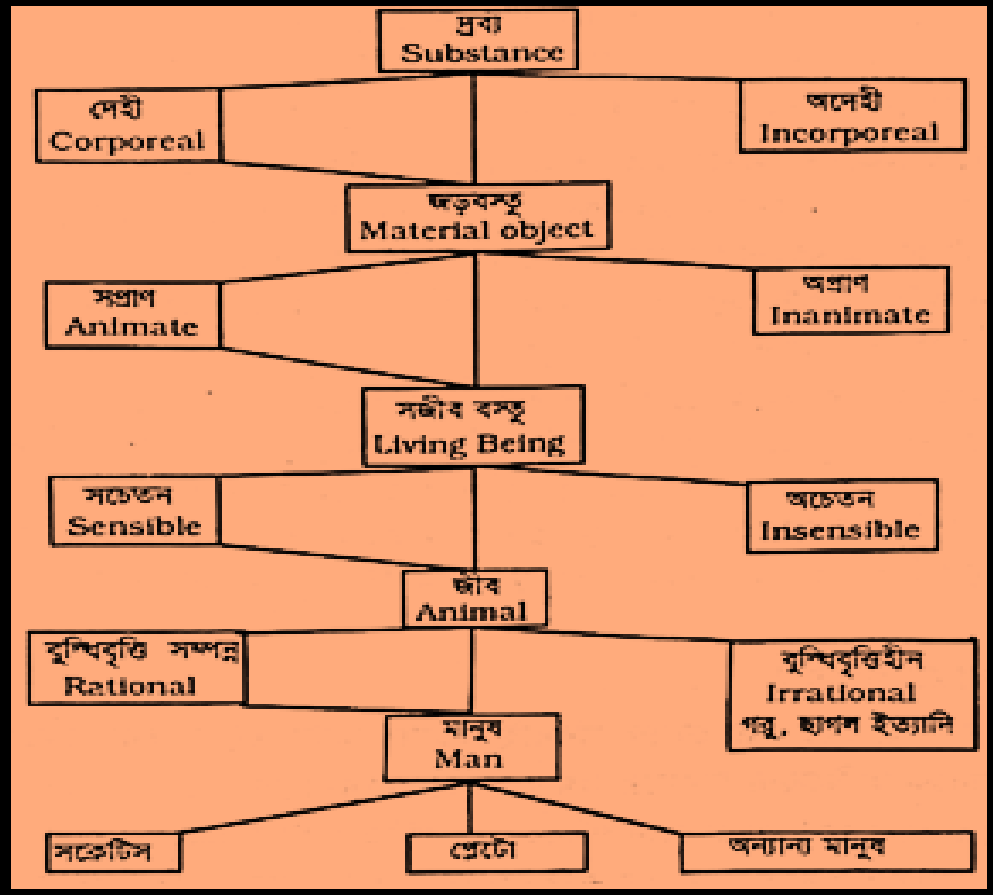

পরিফিরির ছক

এ ছকটিতে 'দ্রব্য' পদটি হলো বৃহত্তম জাতি এবং 'মানুষ' পদটি হলো ক্ষুদ্রতম উপজাতি। পরফিরির মতে, মানুষ উপজাতিকে আর কোন ক্ষুদ্র শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। একে কেবল ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে ভাগ করা চলে। দ্রব্য ও মানুষ পদের মধ্যবর্তী পদগুলোকে বলা হয় মধ্যবর্তী জাতি বা উপজাতিসমূহ। মানুষ উপজাতির আসন্নতম জাতি হলো জীব। আর জীবের আসন্নতম জাতি হলো সজীব বস্তু। জীব জাতির অন্তর্গত মানুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি উপজাতিকে বলা হয় সহযোগী উপজাতি।

জাতি ও উপজাতিবাচক পদকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর জন্য পরফিরির ছকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে জাতি ও উপজাতির মধ্যকার প্রত্যেকটি ধাপ সুস্পষ্টভাবে দেখানো যায়। তবে এর একটি অসুবিধা হলো এতে মানুষ শ্রেণীকে ক্ষুদ্রতম উপজাতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। তার মতে মানুষ উপজাতিকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর উপজাতিতে বিভক্ত করা যায় না। একে ভাগ করলে কেবল ব্যক্তি মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে মানুষকে আরও অনেক ক্ষুদ্রতর উপজাতিতে ভাগ করা যায়। যেমন, মানুষকে সভ্য ও অসভ্য উপজাতিতে ভাগ করা যায়। আবার, সভ্য মানুষকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উপজাতিতে ভাগ করা যায়। এভাবে আমরা অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে পারি। কাজেই ছকটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

পরিফিরির ছক

গাণিতিক সমস্যার নমুনা :

নমুনা-১। একটি ছকের মাধ্যমে বিধেয়কের প্রকারভেদ দেখানো যায়। যেমন-

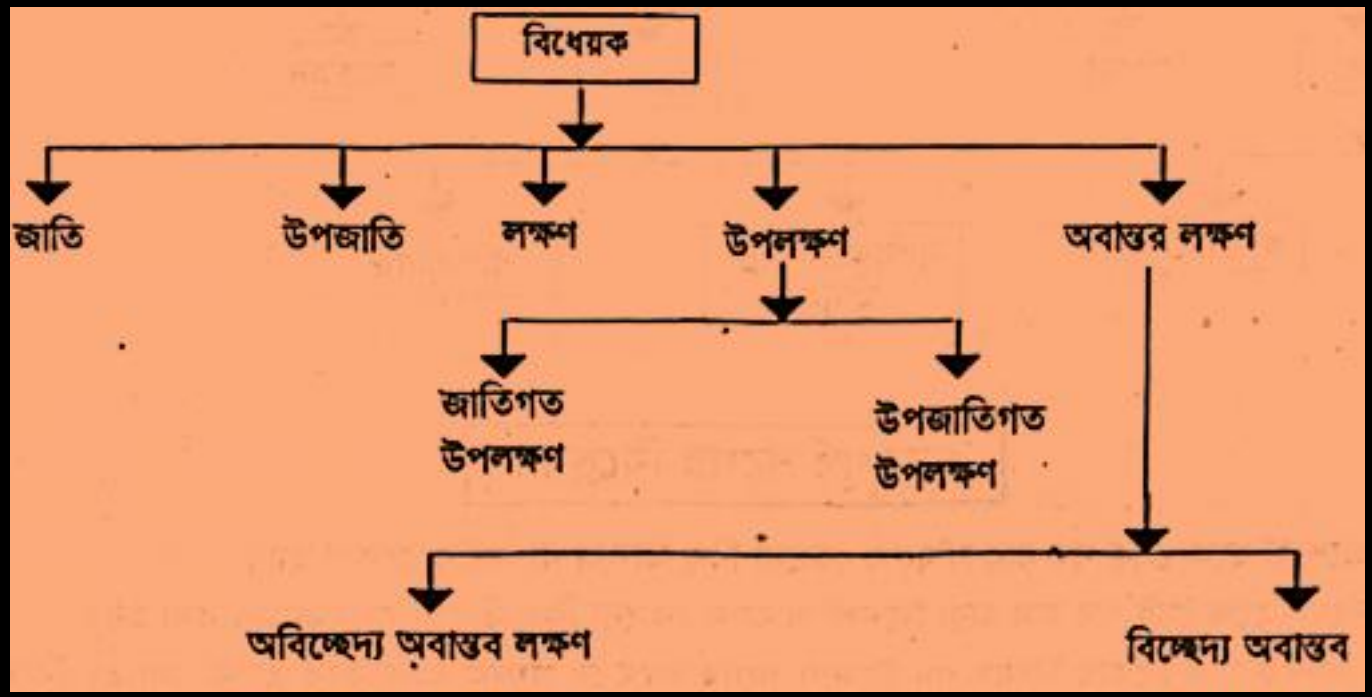

পরিফিরির ছক

নমুনা-২।যুক্তিবিদ পরফিরি একটি ছকের মাধ্যমে জাতি ও উপজাতিবাচক পদকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়েছেন। ছকটি নিম্নরূপ-

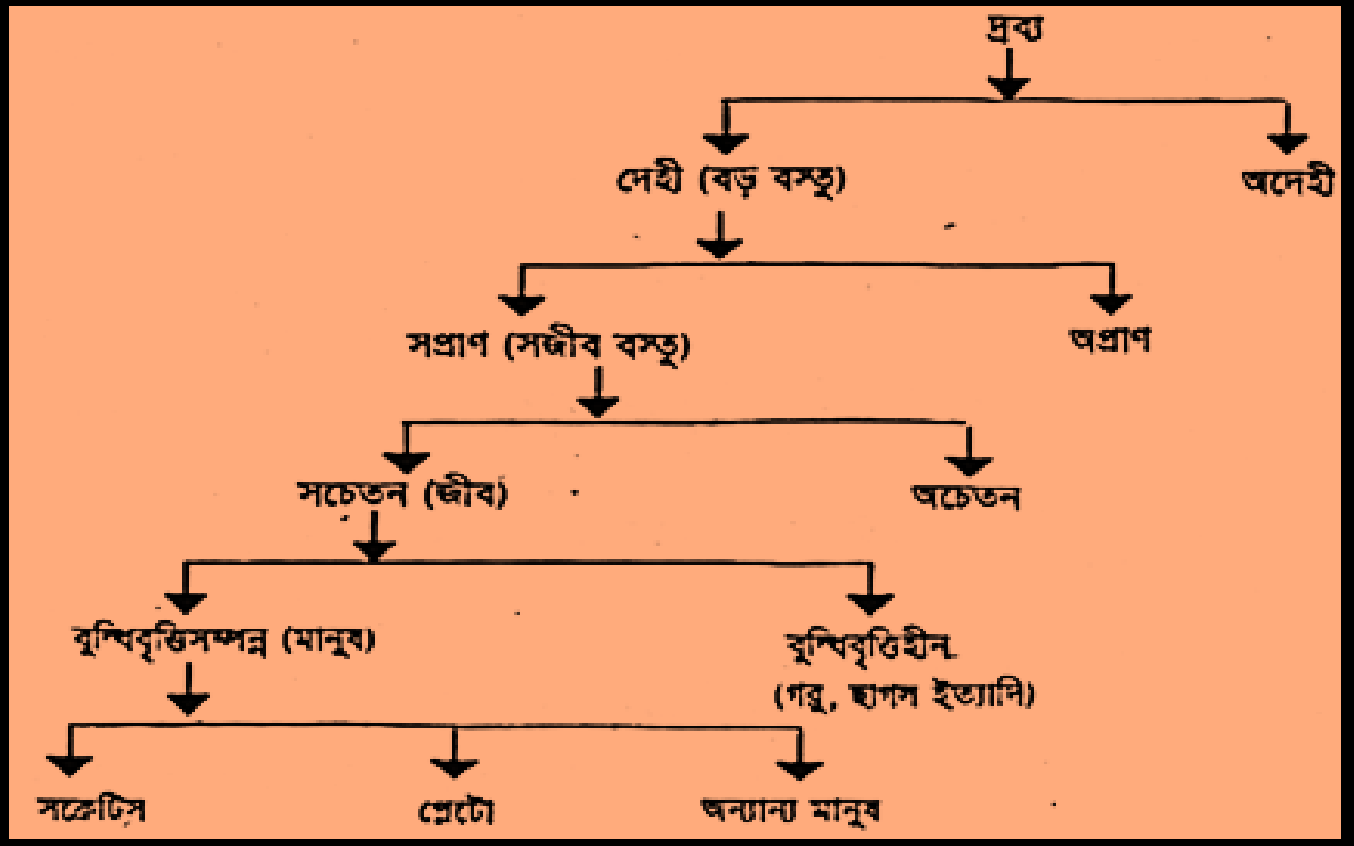

পরিফিরির ছক

নমুনা-৩। আলোচ্য অধ্যায়ে জাতি ও উপজাতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানোর জন্য একটি ছক পরিবেশন করা হয়েছে। তারই আলোকে আমরা নিম্নরূপে জাতি ও উপজাতিকে বিভক্ত করতে পারি।

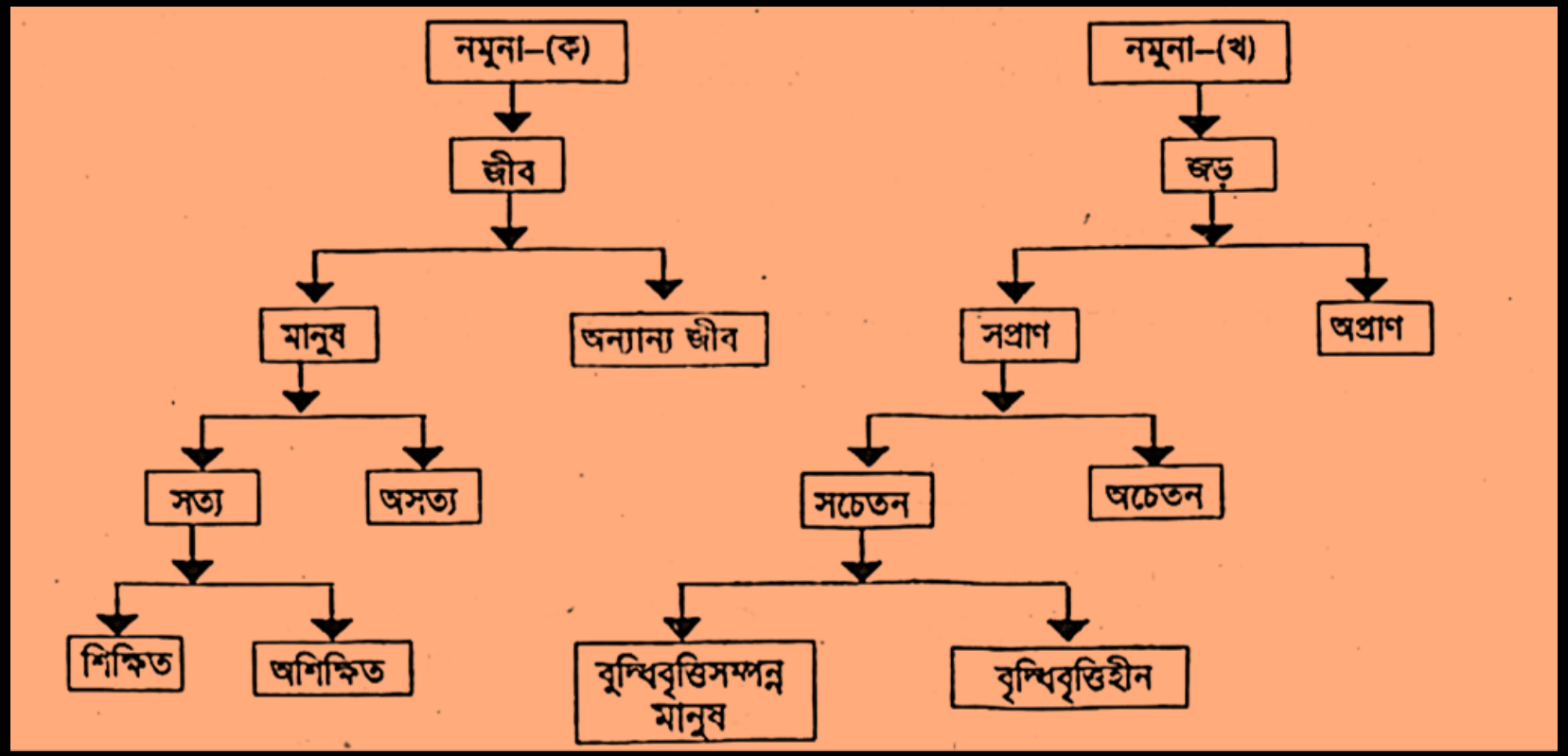

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বিধেয়ক

টপিক – ০৫ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বিশ্লেষণ

টপিক ০৫: অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বিশ্লেষণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য: উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পদ যার সম্বন্ধে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়।

বিধেয়: বিধেয় হচ্ছে সেই পদ যার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্মন্ধে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়।

বিধেয়ক: সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক বহন করে তাকে বলা হয় বিধেয়ক।

জাতি: জাতি হচ্ছে একটি বৃহত্তর শ্রেণি যা তার অধীনস্ত কয়েকটি ক্ষুদ্রতর শ্রেণির সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে বিবেচিত হয়।

উপজাতি: উপজাতি হচ্ছে একটি ক্ষুদ্রতর শ্রেণি। যা অন্তর্ভুক্ত হয় কোনো বৃহত্তর শ্রেণির সাথে। বিবেচিত হয় সম্পর্কের দিক দিয়ে।

পরতম জাতি: বৃহত্তম জাতিকে পরতম জাতি বলে। একে আর অন্য কোনো বড় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বৃহত্তম জাতি কখনই উপজাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

অপরতম জাতি: অপরতম জাতি হচ্ছে এত ছোট একটি উপজাতি যে এর থেকে ছোট কোনো উপজাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বিশ্লেষণ

অবর জাতি: বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণিসমূহকে যখন উপজাতির দিক থেকে বিবেচনা করা হয়, তখন এসব শ্রেণিকে অবর জাতি বলে।

অবর উপজাতি: বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণিসমূহকে যখন জাতির দিক থেকে বিবেচনা করা হয়, তখন এসব শ্রেণিকে অবর উপজাতি বলে।

নিকটতম জাতি: সবচেয়ে কাছের জাতিকে নিকটতম জাতি বলে।

নিকটতম উপজাতি: কোনো জাতির সবচেয়ে নিকটের উপজাতিকে নিকটতম উপজাতি বলে।

সমজাতীয় উপজাতি: একটি জাতিকে যখন একাধিক উপজাতিতে বিভক্ত করা হয় তখন উপজাতিগুলোকে পরস্পর সম্মন্ধের দিক থেকে সমজাতীয় উপজাতি বলে।

বিভেদক লক্ষণ: যে গুণ বা গুণাবলি একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে অপরাপর উপজাতি থেকে পৃথক করে সে গুণ বা গুণাবলিকে উপজাতিটির লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ বলে।

উপলক্ষণ: যে গুণ কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ নয় অথচ জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে উক্ত পদের উপলক্ষণ বলে।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বিশ্লেষণ

জাতিগত উপলক্ষণ: যখন কোনো পদের উপলক্ষণ তার জাতির জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তখন তাকে জাতিগত উপলক্ষণ বলে।

উপজাতিগত উপলক্ষণ: যখন কোনো পদের উপলক্ষণ উপজাতির জাত্যর্থ বা লক্ষণ থেকে নিঃসৃত হয়, তখন তাকে উপজাতিগত উপলক্ষণ বলে।

অবান্তর লক্ষণ: যে গুণ জাত্যর্থের অংশ নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃতও নয় তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে।

পরফিরি: পরফিরি একজন গ্রিক যুক্তিবিদ ও দার্শনিক। বিধেয়ক সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিখ্যাত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বিধেয়ক

টপিক – ০৬ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

০১. বিধেয়ক কী? [যঃ বোঃ ২০২২; দিনাঃ বোঃ ২০১৯, ২০১৭; কুঃ বোঃ 2016]

ক) পদের নাম
খ) উদ্দেশ্যের নাম
গ) বিধেয়ের নাম।
ঘ) সম্পর্কের নাম

০২. পরফিরি বিধেয়ককে কয়টি শ্রেণিতে (ভাগে) ভাগ করেছেন? [সকল বোঃ ২০১৮, বরিঃ বোঃ ২০১৬; চট্টঃ বোঃ ২০১১) অথবা, যুক্তিবিদ পরফিরির মতে বিধেয়ক কত প্রকার?

ক) ২
খ) ৩
গ) ৪
ঘ) ৫

০৩.কে সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে বিধেয়ক নামে প্রকাশ করেন? [সিঃ বোঃ ২০১১]

ক)সক্রেটিস
খ) প্লেটো
গ) এরিস্টটল
ঘ) পরফিরি

০৪. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁর জন্মতারিখ কোন ধরনের অবান্তর লক্ষণ?

ক) ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য
খ) ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য
গ) শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য
ঘ) শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য

০৫. 'বুদ্ধিবৃত্তি' – মানুষ পদটির কোন ধরনের বিধেয়ক ?

ক) জাতিগত উপলক্ষণ
খ) বিভেদক লক্ষণ
গ) উপজাতিগত উপলক্ষণ
ঘ) অবান্তর লক্ষণ

০৬. জাতি বা উচ্চতর শ্রেণির অন্তর্গত নিম্নতর শ্রেণিকে বলা হয়- [ঢাঃ বোঃ ২০১৯]

ক) সম্প্রদায়
খ) গোষ্ঠী
গ) দল
ঘ) উপজাতি

০৭. ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হচ্ছে- [রাঃ বোঃ ২০১৯]

i. বাসস্থান
ii. পোশাক.
iii. কাকের কালো রঙ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii
খ)ii ও iii
গ)i ও ii
ঘ) i, ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

০৮. পরমতম জাতি কোনটি ? [যঃ বোঃ ২০১৭]

ক) দ্রব্য　　খ) মানুষ

গ) জীব　　ঘ) ছাত্র

০৯. জীবকে 'মানুষ' পদের আসন্নতম জাতি বলার কারণ- [ঢাঃ বোঃ ২০১৯]

ক) সবচেয়ে নিকটতম জাতি বলে　　খ) সমজাতীয় জাতি বলে

গ) সবচেয়ে দূরবর্তী জাতি বলে　　ঘ) ব্যক্ত সবচেয়ে বেশি বলে

১০. বিধেয়কের অন্তর্ভুক্ত হলো-

i. উপজাতি　　ii. উপলক্ষণ　　iii. অবান্তর লক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i , ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. কোন গুণকে উপলক্ষণ বলা হয়?

i .জাত্যর্থ ii. জাত্যর্থের অংশ iii. জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় বলে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i , ii ও iii

১২. অবাস্তর লক্ষণ পদের কোন ধরনের গুণ? [ঢাঃ বোঃ ২০১৯]

ক) জাত্যর্থ খ) জাত্যর্থের অংশ

গ) জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত ঘ) জাত্যর্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন

১৩. বিধেয়ক মানে হচ্ছে- [বরিঃ বোঃ ২০১৯] [কুঃ বোঃ ২০১৯]

ক) উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্পর্ক খ) যুক্তিবাক্যের বিধেয়

গ) যুক্তিবাক্যের সদর্থক গুণ ঘ) ক্তিবাক্যের নঞর্থক গুণ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১৪.জাতি ও উপজাতি কোন ধরনের পদ? [সকল বোঃ ২০১৮; সিঃ বোঃ ২০১৬; দিনাঃ বোঃ ২০১৬; যঃ বোঃ ২০১৭]

ক) নিরপেক্ষ
খ) সাপেক্ষ
গ) বিরুদ্ধ
ঘ) বিপরীত

১৫. যুক্তিবিদ পরফিরি কীভাবে জাতি ও উপজাতিবাচক পদের শ্রেণিবিন্যাস করেন?[বরিঃ বোঃ ২০১৭]

ক) বর্ণনার মাধ্যমে
খ) ছকের মাধ্যমে
গ) লেখচিত্রের মাধ্যমে
ঘ) নামকরণের মাধ্যমে

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বিধেয়ক

টপিক – ০৭ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান ও বিচারশক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। [ঢাঃ বোঃ ২০২২; ফুঃ, বোঃ ২০১৭]

(ক) বিধেয়ক কাকে বলে?

(খ) বিধেয় কেন বিধেয়ক নয়?

(গ) উদ্দীপকের প্রথম বাক্যটিতে কোন ধরনের বিধেয়কের ইঙ্গিত রয়েছে?

(ঘ) উদ্দীপকের শেষ বাক্যটির গুণগুলোর সম্পর্ক (আন্তঃসম্পর্ক) পাঠ্যবই-এর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রথম বাক্য: ভাইরাস হয় এক শ্রেণির জীবাণু।
দ্বিতীয় বাক্য: মানুষ হয় হাস্যপ্রিয়।
(ক) বিভেদক লক্ষণ কী?
(খ) নঞর্থক বাক্যে বিধেয়ক থাকে না কেন?
(গ) উদ্দীপকের প্রথম বাক্যে যে দুটি বিধেয়কের প্রকাশ ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) উদ্দীপকে ২য় বাক্যে উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের যে সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে তার সাথে বিধেয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।[রাঃ বোঃ ২০২২]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

দৃশ্যকল্প-১: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। [যঃ বোঃ ২০২২]
দৃশ্যকল্প-২: মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।
দৃশ্যকল্প-৩: মানুষ হয় মরণশীল প্রাণী।
(ক) বিধেয় কী?
(খ) নেতিবাচক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না কেন?
(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের বিধেয়ককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ ও ৩ দ্বারা নির্দেশিত বিধেয়ক কি একই ধরনের? বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU